প্রিয়, ভাই, বন্ধু ও শ্রদ্ধাভাজন আসসালামু আলাইকুম ।পরম করুণাময় আল্লাহর নাম নিয়ে আজ এমন এক জন
ব্যক্তি কে নিয়ে লিখতে বসলাম যার বয়স ৫৫ বৎসর। ইতি মধ্যে ফেইসবুকে খুব পরিচিত হয়ে উঠেছেন উনার গুনগত লেখার মাধ্যমে ।
প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ (কলা) মুফজ্জিল আলী মার্কেট, বহরগ্রাম, মাঝবাড়ী গোলাপগঞ্জ, সিলেট।
আমার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন।উনাকে
নিয়ে কিছুটা লিখার জন্য কলম খানি হাতে নিলাম ।জানিনা আমার মতো একজন ক্ষুদ্র এত বড় গুণী জনকে নিয়ে কতটুকু লিখতে পারবো ।ভয়ে হাতটি শীতল হয়ে যাচ্ছিল তবুও থেমে থাকেনি কারণ বিবেক তাড়ানা দিয়ে যাচ্ছিল ।কানের মাঝে শব্দ ভেসে এসেছিল ভয় করোনা লিখে যাও তোমার মনের গহীনে জমা থাকা গুনিজনের কথা। অনেক গুণের অধিকারী সুন্দর মনের পূজারী কথা বলার মাঝে মমতার ছোঁয়া । জনাব আব্দুল ওয়াদুদ (কলা) ভাইয়া উনার বাবার নামে একটা মেডিকেল প্রতিষ্ঠান করেছেন যার নাম Mufazzil Ali Primary Free medical centre। উনি যে মেডিকেল প্রতিষ্ঠা করেছেন এই সম্পর্কে উনি খুবই পারদর্শী যা মুখের ভাষা দিয়ে বুঝাতে পারবো না ।যাহা মেডিকেলের দিকে থাকালে হৃদয় স্পর্শ করে ।যার প্রতিটি সেক্টর নিজে সাজিয়ে গুছিয়ে যত্ন সহকারে মানুষ রেখেছেন যাহাতে সব গরিব অসহায় ভালো সেবা পায়।অধিকাংশ সেবা দিচ্ছেন যাহাতে এগুলো দিয়ে উনার সেবা থেকে অনেক শিক্ষণীয় দিক খুজে পাওয়া যায়।বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়ে আসছে মোফাজ্জল আলী প্রাইমারী ফ্রি মেডিকেল সেন্টার এই সম্পর্কে আমি আর নতুন করে কিছু বলার নেই। যে সমস্ত চিকিৎসা ও সেবা প্রদান করা হয়।

★পরামর্শ ও মনিটরিং
★ব্যবস্থাপত্র প্রদান।
★ঔষধ সামগ্রী প্রদান।
★ডায়বেটিস চেকআপ।
★গর্ভবতী চেকআপ।
★শিক্ষার্থীদের ড্রেস বিতরণ।
★শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ।
★ত্রান সামগ্রী বিতরণ।
★গৃহ নির্মাণ প্রকল্প।
★মাসিক বয়স্ক ভাতা প্রদান।
★বিভিন্ন দিবস পালন।

ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠানের এত সেবা প্রদান করা হয় আমি জেনে খুবই গর্ববোধ করছি।
জনাব আব্দুল ওয়াদুদ (কলা)ভাইয়া এই বয়সে এতো সুন্দর মনোরম পরিবেশে সেবা দিবেন ভাবাই যায় না। উনার সাথে আমার একদিন ফোনে আলাপ হয়েছে এতো মমতা বোধ দেখিয়েছেন যা কখনো ভুলার নয়।গুণীজন ও মুরব্বিদের কাছ থেকে অনেক শেখার আছে যা আমি শিখতে আগ্রহী ।সেই জন্য ঐ ধরনের গুণীজন খুঁজে বের করাই আমার কাজ আর তাদের নিয়ে লিখে যাওয়া আমার নৈতিক দায়িত্ব। এই গুনীর কথা লিখতে কষ্ট হয়নি বরং মনের মাঝে আনন্দের জোয়ার বইছিল ।গুনীজন দের নিয়ে লিখা একটা ভাগ্যের ব্যাপার ।কিন্তু কেউ লিখতে চান না,সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ।জনাব আব্দুল ওয়াদুদ ভাইয়া হচ্ছেন উদার মনের মানুষ যারা নিজেকে আড়াল করে অন্যের প্রশংসায় মেতে উঠেন তারাই দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়।জনাব আব্দুল ওয়াদুদ ভাইয়ের আমার রক্তের ভাই না হলেও আমি মনে করি রক্তের ভাইয়ের চেয়েও অধিক ভালবাসার সম্পর্ক। তিনি আমার আত্মার আত্মীয়। উনার সাথে যে কেউ এক মুহুর্ত বসে আলাপ করলেই বুঝতে পারবেন কত বড় মনের মানুষ।এ রকম মানুষ সমাজে খুব কমই আছেন,উনার গুণের কথা লিখে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় ।উনার ব্যবহার সবাইকে মুগ্ধ করে,আল্লাহ উনাকে নেক হায়াত দান করুন, আমীন।।লেখার মাঝে যদি কোন ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ।অবশেষে আব্দুল অদুদ ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করছি ।আর দোয়া করি উনার সেবা টা যেন আখিরাতে নাযাতের উপায় হয়।

সেন্টারের সেবা মূলক কার্যক্রম দেখে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ লেখা টি পাঠিয়েছে।

ধন্যবাদ-হোসাইন আহমদ হাসান।
গোয়াইনঘাট।